মার্কিন নির্বাচন: নিউইয়র্কে ভোট দিলেন মৃত ব্যক্তি!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। তবে এবারে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় দশ কোটি ভোটার আগাম ভোট দিয়ে ফেলেছেন। আগাম ভোটের বেশিরভাগই এসেছে ডাকযোগে।

এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মৃত ব্যক্তির ভোট দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে মৃত ব্যক্তির নামে ব্যালট পাঠানো হয়েছে বলে দেশটির একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে। রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেশটির সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, স্টাটেন দ্বীপে বসবাসকারী নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট ফ্রান্সিস রেকসোর নামে এই ব্যালট পাঠানো হয়েছে। ২০১২ সালে মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির ভোট এরই মধ্যে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে মারা যাওয়া ফ্রান্সিস রেকসোর নামে ভোট পাঠানো হয়। ৮ অক্টোবর সেই ভোট বৈধ হিসেবে নিবন্ধনও করে ইলেকশন বোর্ড। পরে অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ।

একইভাবে আরও একটি মৃত ব্যক্তির ভোটগ্রহণ করেছে নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশন বোর্ড। গেরট্রুড নিজার নামের ওই ভোটার মারা গেছেন ৪ জুলাই ২০১৬ সালে। ইলেকশন বোর্ডের রেকর্ড অনুসারে, ৯ অক্টোবর ভোট দিয়েছেন গেরট্রুড এবং সেই ভোট বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে ২৫ অক্টোবর।

সূত্র: নিউইয়র্ক পোস্ট।

সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যেই

বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন মোদি-শি জিনপিং

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তাপ কমেনি। এর মধ্যেই চলতি নভেম্বর মাসে তিনবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা শুরুর পর এই প্রথমবার চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মোদি।

জানা গেছে, মোদি ও শি জিনপিং দু’জনই সাংহাই কোঅপারেশন অরগানাইজেশনের বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন। আগামী ১০ নভেম্বর হওয়ার কথা এই বৈঠক। এরপর তারা যোগ দেবেন নভেম্বরের ১৭ তারিখ হতে চলা ব্রিকস সামিটে। ২১ ও ২২ নভেম্বর জি২০ সামিটেও অংশ নেবেন তারা।

ব্রিকস ও এসসিও বৈঠকের নেতৃত্ব দিতে চলেছে রাশিয়া। এই দুই সম্মেলনের আয়োজকও রাশিয়া। অন্যদিকে জি২০ সামিট আয়োজন করছে সৌদি আরব। এই প্রথম এত বড় সামিটগুলো ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজন করা হচ্ছে। জুন মাসের ১৫ তারিখে গালওয়ান সংঘর্ষের পর মোদি-শি জিনপিং বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই দেশ।

এই বৈঠকগুলোতে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা ও ক্রস বর্ডার টেররিজম নিয়ে কথা হতে পারে। ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত সমস্যার প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে এই ধরনের বৈঠকের সাইড লাইন বৈঠকে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এবার ভার্চুয়াল বৈঠকের কারণে সাইডলাইন বৈঠক সম্ভব নয়। তাই সরাসরি এই বৈঠকের মূল আলোচনার অংশেই ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার কথা উঠে আসতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

নভেম্বরকে এমনিতেই সম্মেলনের মাস হিসেবে ধরা হয়। এই বছর নভেম্বর মাসে এসসিও, জি২০ ও ব্রিকস ছাড়াও রয়েছে আশিয়ান সামিট। আশিয়ান ভার্চুয়াল সম্মেলন হতে চলেছে ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর। অন্যদিকে নভেম্বরের ৩০ তারিখ এসসিও-র সদস্য দেশগুলোর প্রধানদের আলোচনা হওয়ার কথা।

আসিয়ানের আয়োজক দেশ ভিয়েতনাম। এসসিও প্রধানদের বৈঠক আয়োজন করছে নয়া দিল্লি। প্রোটোকল মেনে পাকিস্তান ও চীনকেও এই বৈঠকে

আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এসসিও সদস্যদেশগুলো হল ভারত, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান। তথ্যসূত্র: কলকাতা২৪

ভোটের আগে আমেরিকায় বন্দুক কেনার হিড়িক, চরম আশঙ্কা!

পেনসিলভেনিয়ার যুবক আর্থার বেনসন জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার ঘটনার পর ঠিক করেন তিনি ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার্সে’ অংশগ্রহণ করবেন। যখন প্রতিবাদে সামিল হন তখন দেখলেন তাদের ৫০ জন সমর্থকের বিরুদ্ধে রয়েছে ৩০০ জন বিরোধী, হাতে ধরা বিশালাকৃতির স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

আর্থারের কথায়, “আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুক কিনেছি। আর কোনও উপায় ছিল না। ওঁরা যদি আমার দিকে বন্দুক তোলে নিজেকে বাঁচাতে তাই কিনেছি।”

আর্থার নিজেও কৃষ্ণাঙ্গ। আজ ৩ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে যেভাবে বেড়েছে বন্দুক কেনার হিড়িক তা স্বস্তি দিচ্ছে না প্রশাসনকে।

সকলেই যে ইচ্ছে করে এমনটা করছে তা নয়। এই ক্রেতারদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রথমবারের জন্য বন্দুক কিনছেন। আমেরিকায় মেরুকরণের রাজনীতি, মহামারী, প্রতিবাদের আগুনের মাঝে এই বন্দুক চাহিদা দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে অশান্ত আবহ তৈরি করছে।

পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে মার্চ মাসে বন্দুক কেনা হয়েছে ৩০ লাখ ৭০ হাজার, জুনে সেই সংখ্যা ৩০ লাখ ৯০ হাজার আর সেপ্টেম্বরে এক লাফে তা হয়েছে ২ কোটি ৮০ লাখ ৮০ হাজার। এফবিআই জানিয়েছে, এই সংখ্যা গতবারের পরিসংখ্যানকেও হার মানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ও বন্দুক কেনার চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছিল। তবে সেই সংখ্যা ছিল এ বছরের থেকে কম। ২ কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজার বন্দুক বিক্রি হয়েছিল।

আর্থার বেনসন বলেন, “আমি বন্দুক সঙ্গে নিয়ে চলার মানুষ নই। তবে আমি এই অধিকারটি প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখতে চাই। এই বছরে সামাজিক অস্থিরতা,আমাদের মূল্যবোধগুলো এবং যতটা আমরা নিজেদের রক্ষার জন্য করতে ইচ্ছুক রয়েছি এ বিষয়ে যত প্রশ্ন না করা যায় ততই ভাল।”

বেনসন এও বলেন যে তার বেশ কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি বন্দুকের মালিকানার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। “গৃহযুদ্ধ” হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বহু আমেরিকাবাসী। কিন্তু কেন এমনটা ভাবছেন? আর্থার বেনসন বলেন, “আপনি যখন দেখছেন অপর পক্ষ আইনের শাসন নিয়ে ছেলেখেলা করছে, তখন আপনাকেও ভেবে দেখতে হবে তারা কী কী করতে পারে। এটা সত্যিই সংস্কৃতির মধ্যে যুদ্ধ তৈরি করবে।”

বন্দুক কি খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে? বেনসন জানালেন তার শটগান এবং পিস্তল কেনার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয়নি তবে গোলাবারুদ-কার্তুজ সরবরাহ কম হচ্ছে। দামও বেড়েছে অনেকটাই। আগে ৫০টি রাউন্ড যদি ১৫ ডলারে পাওয়া যেত এখন তা ৪০ ডলার।

এদিকে সহিংসতার বিষয়টি টের পেয়ে ওয়ালমার্ট তাদের বিপণি থেকে বন্দুক বিক্রি বন্ধ করেছে। সরিয়ে রাখা হয়েছে গোলাবারুদও। তথ্যসূত্র: সিএনবিসি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য গার্ডিয়ান, ভয়েস অব আমেরিকা

আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত করোনা, এক সপ্তাহে আক্রান্ত ৩৩ লাখ!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রথম ঢেউয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিশ্ববাসী। মাঝে কিছুটা সংক্রমণ কমলেও আরও শক্তিশালী রূপে আবিভূর্ত হয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাপটের সঙ্গে সংক্রমিত করছে করোনাভাইরাস।

এরই মধ্যে পজিটিভ শনাক্তের হিসাবে টানা চার সপ্তাহে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩৩ লাখ ২৯ হাজার ৫১৪ জন নতুন করোনা সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, এই রোগে এখন পর্যন্ত ৪ কোটি ৬৮ লাখ ৯ হাজার ২৫২ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১২ লাখ ৫ হাজার ১৯৪ জন। সুস্থ ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৫৩ হাজার ৭৭০ জন।

১০ লাখের ওপরে আক্রান্ত হয়েছে ৯টি দেশে: যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং ব্রিটেন।
সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এবং মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৯৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯১১ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪৭১ জন।

ভারতে ৮২ লাখ ২৯ হাজার ৩২২ জন শনাক্ত হওয়ার পাশাপাশি মারা গেছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬৪২ জন।

বেশি আক্রান্তের দেশগুলোতে নতুন করে লকডাউন শুরু হচ্ছে। ব্রিটেনে দেশব্যাপী লকডাউনের ঘোষণা দেওয়ার সময় দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, ‘চিকিৎসা এবং মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তিনি।’

জনসনের দেশে এখন পর্যন্ত ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৯১৪ জন করোনাভাইরাসে পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪৬ হাজার ৭১৭ জন।

ভারত থেকে যে বীজ আমদানি করে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি করছে চীন!

ভারত থেকে আমদানি করা রাইসিন (কাস্টর) বীজ দিয়েই রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে চীন। এরকমই বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে ভারতীয়

গোয়েন্দাদের।

উল্লেখ্য, সেই রাইসিন বাংলাদেশে ভেন্না নামে পরিচিত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে একটি চিঠিতেও মারাত্মক এই রাইসিন বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভেন্না বা ক্যাস্টর উৎপাদক দেশ হল ভারত। ভেন্না বীজে তেল বা ক্যাস্টর অয়েলের উৎপাদন বিক্রি বেশি ভারতেই। কিন্তু এই বীজ খুব বিষাক্ত। জৈব আবর্জনা হিসাবে তা বিবেচিত হয়। মাত্র দু-একটি রোগের চিকিৎসার জন্য ভেন্নার বীজের গুঁড়া বা পাউডার সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ছোট্ট এক চামচ এই বীজের পাউডার পানিতে গুলিয়ে খাইয়ে দিলে পূর্ণবয়স্ক মানুষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে চীন সরকারিভাবে বিপুল পরিমাণে ভেন্না বীজ ভারত থেকে আমদানি করছে। এজন্য ভেন্না বীজের অর্ডার পাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন সংস্থা।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, ভেন্না বীজে রয়েছে রাইসিন নামের এক মারাত্মক বিষ ও যৌগ। এই রাইসিন নামের যৌগটি নিষিদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক রায়াসনিক মারণাস্ত্র তৈরিতে বা রায়াসনিক গ্যাস তৈরিতে ব্যবহার হয়। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির নিজস্ব গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছে এই রায়াসনিক অস্ত্র ও গ্যাস। সরাসরি যুদ্ধের রাস্তার না গিয়ে ভারত, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, জাপান, আমেরিকার মতো শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র গোপনে ব্যবহার করার ছক কষছে চীন। সেজন্যই ভেন্না বীজ আমদানি করা হচ্ছে ভারত থেকে।

এই ঘটনার জেরে সর্বভারতীয় বণিক সংগঠন ‘সলভেন্ট এক্সট্রাকটর অসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া’র সভাপতি অতুল চতুর্বেদী দেশটির কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছেন, “এখনই ভেন্না বীজ চীনে রফতানি করা বন্ধ করা হোক। না হলে বিপদে পড়ব আমরাই। রফতানি বন্ধ হলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে ঠিকই। কিন্তু বড় বিপদ বা ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে পারি আমরা।”

ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, নিশ্চিত খবরের ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ভেন্না বীজ আমদানি করা নিয়ে চীনের এত আগ্রহ প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ছিল। জৈব রায়াসনিক মারণাস্ত্র তৈরিতে তা কাজে

লাগাচ্ছে চীন। অতীতে আশির দশকে ইরাক ও ইরানের মধ্যে আট বছর ধরে চলা যুদ্ধের সময় ইরানের সেনাদের বিরুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করেছিল ইরাক। সরিষার বীজ থেকে তৈরি রায়াসনিক মাস্টার্ড গ্যাসে চোখ, মুখ ও গায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল ইরানি সেনাদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ইরানের সেনারা।

সেরকমই চীনও জৈব মারণাস্ত্র বানাতেই ভেন্না বীজ আমদানি করছে। তাছাড়া মার্কিন গোয়েন্দারাও দাবি করেছেন, চীন গোপনে বায়ো টক্সিনস্ এলিমেন্টের স্টকপাইল বা জৈব বিষের সঞ্চয় বাড়াচ্ছে। এই প্রবণতা মারাত্মক। সূত্র: স্বরাজ্যম্যাগ, ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস, সংবাদ প্রতিদিন

বছরের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘গনি’ আঘাত হেনেছে ফিলিপাইনে

বিশ্বে এ বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় গনি ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছে। ফিলিপাইনের আবহাওয়া বিভাগের বরাত দিয়ে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, আজ রবিবার কাতানদুয়ানেস দ্বীপে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার। এতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

ঘূর্ণিঝড় গনি লুজোন দ্বীপ অতিক্রম করেছে। এই দ্বীপেই ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা অবস্থিত। অন্তত ১০ লাখ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ফিলিপাইনের সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় গনির ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
গত সপ্তাহে ফিলিপাইনে ঘূর্ণিঝড় মোলাভ আঘাত হানে। ওই ঘটনায় ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ওই এলাকাতেই ঘূর্ণিঝড় গনি আঘাত হেনেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে ফিলিপাইনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগামী ১২ ঘণ্টায় লুজোন ও কাতানদুয়ানেস দ্বীপে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। ওই

এলাকাগুলোতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

ট্রাম্পের ১৮ র্যালি থেকে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত

গত ২৯ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডার ট্যাম্পায় রেমন্ড জেমস স্টেডিয়ামের বাইরে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১৮টি নির্বাচনী র্যালি থেকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এই আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছেন ৭০০ জনের বেশি মানুষ।

মার্কিন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ‘দ্য এফেক্টস অব লার্জ গ্রুপ মিটিং অন দ্য স্প্রেড অব কোভিড-১◌ঃ দ্য কেস অব ট্রাম্প র্যালিস’ শীর্ষক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

এই গবেষণায় গত ২০ জুন থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হওয়া ট্রাম্পের ১৮টি নির্বাচনী র্যালি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণা দলের সদস্যরা বলছেন, বড় জনসমাবেশে করোনাভাইরাস (কোভিড-
১৯) সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের যে সতর্কবার্তা ও শঙ্কা ছিল, আমাদের বিশ্লেষণও দৃঢ়ভাবে সেটিকে সমর্থন করছে। ট্রাম্পের র্যালিগুলো যেসব কমিউনিটিতে হয়েছে সেখানকার মানুষদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

এই গবেষণার কথা উল্লেখ করে একটি টুইট বার্তায় ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আপনাদের কথা ভাবেন না। এমনকি তিনি তার নিজের সমর্থকদের কথাও ভাবেন না।

সূত্র: আল-জাজিরা, সিএনবিসি

[redacted]

[redacted]

মস্কোর ফরাসি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ।

ফ্রান্স হামলা: হামলাকারী দিন কয়েক আগে তিউনিসিয়া থেকে এসেছিল

ফ্রান্সের একটি গির্জায় যে ব্যক্তি দুই নারীসহ তিনজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে, তিনি কয়েকদিন আগে তিউনিসিয়া থেকে এসেছিলেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত ২১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ইতালির রেড ক্রসের কাগজ উদ্ধার করা হয়। গত মাসে এক অভিবাসীবাহী নৌকায় ইতালির ল্যাম্পেডুসা দ্বীপে আসার পরে ওই কাগজটি তাকে দেয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশ তাকে গুলি করায় তিনি গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। নিস শহরের নটরড্যাম গির্জায় বৃহস্পতিবারের হামলার শিকার একজনকে প্রায় শিরশ্ছেদ করা হয়েছে।

এই হামলাকে ‘ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলা’ বলে অভিহিত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। তিনি বলেন, ‘গির্জা এবং স্কুলের মতো জনসমাগম স্থানগুলোতে সুরক্ষার জন্য সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার থেকে বাড়িয়ে সাত হাজার করা হবে। দেশটিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবারে ছুরিকাঘাতের এই ঘটনা এ মাসের শুরুর দিকে প্যারিসের উত্তর-পশ্চিমের একটি স্কুলের কাছে আরও একটি হামলার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন ছাত্রকে মোহাম্মদ (সা.) বিতর্কিত কার্টুন দেখানোর কারণে কয়েকদিন পর স্যামুয়েল প্যাতি নামে একজন শিক্ষককে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ড ফ্রান্সে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। মি. ম্যাক্রঁ

কার্টুন প্রকাশের অধিকার রক্ষায় কট্টোরবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়।

নিস হামলার সন্দেহভাজনকে পুলিশ গুলি করার আগে সে বারবার ‘আল্লাহু আকবর’ বলে চিৎকার করছিল বলে জানা গেছে। বর্তমানে, সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটররা এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

হামলাকারীর কাছ থেকে একটি কোরআন, দুটি টেলিফোন এবং একটি ১২ ইঞ্চি ছুরি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধান সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটর জ্যঁ-ফ্রাসোয়া রিকার্ড। তিনি বলেন, আমরা হামলাকারীর একটি ব্যাগও পেয়েছি। এই ব্যাগের পাশে দুটি ছুরি ছিল যা আক্রমণে ব্যবহৃত হয়নি।

এদিকে, সৌদি আরবের জেদ্দায় ফরাসী কনস্যুলেটের বাইরে এক প্রহরীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত এক সন্দেহভাজনকে আটক করার খবর পাওয়া গেছে। আহত প্রহরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

কারা নিস হামলার শিকার হয়েছে?

বৃহস্পতিবার সকালে গির্জার ভেতরে ওই তিনজনের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। দু’জন গির্জার ভেতরেই মারা যান। ৬০ বছর বয়সী এক নারীর প্রায় শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং ৫৫ বছর বয়সী ব্যক্তির গলা কাটা হয়।

হামলার শিকার ওই ব্যক্তি গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে বলে জানা গেছে।

৪৪ বছর বয়সী অপর এক নারী বেশ কয়েকবার ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েও পাশের একটি ক্যাফেতে পালাতে সক্ষম হন, তবে পরে তিনি মারা যান।

পরে জানা যায় যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী অ্যালার্ম বাড়াতে সক্ষম হন। নাগরিকদের বিশেষ সুরক্ষা দিতে নগর কর্তৃপক্ষ এই অ্যালার্মটি স্থাপন করেছিল।

চারজন পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং হামলাকারীকে গুলি করে তাকে আটক করা হয় বলে পরেই সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটর জানান।

চার বছর আগে ফ্রান্সের এই নিস শহর ভয়াবহ হামলার শিকার হয়েছিল।

২০১৬ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দিবসের দিন একজন তিউনিসীয় জনতার ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৮৬জন নিহত হন।

ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রতিবেশী দেশ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, মিশর, কাতার এবং লেবাননসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এই হামলার নিন্দা জানায়।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

আফ্রিকা থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান নিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি

নাইজেরিয়ার সাবেক অর্থমন্ত্রীকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগের বিরোধিতা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ওই পদে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীকে দেখতে চায়। বুধবার মনোনয়ন কমিটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে নাইজেরিয়ার সাবেক মন্ত্রী নাগোজি ওকুনজো-আইউইয়ালাকে নিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করে।

নাগোজি নিয়োগ পেলে তিনিই হবেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে প্রথম নারী এবং প্রথম আফ্রিকান প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে এ সংস্থার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা সংস্থার সংস্কারের জন্য শীর্ষ পদটিতে আরেক নারী, দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী ইয়ো মিয়ং-হিকে দেখতে চায়।
যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা এই পদে এমন কাউকে চায় যার এ ক্ষেত্রে ‘বাস্তব’ অভিজ্ঞতা রয়েছে।